আমাদের সময়

তারিখ: 12 OCT 2015
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম: ২

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির আশঙ্কা দেড় হাজার শিক্ষার্থীর

আফছার আহমদ রূপক •

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে চলমান আন্দোলনের মাঝেই নতুন করে বিপাকে পড়েছেন প্রায় দেড় হাজার এমবিবিএস শিক্ষার্থী। গত বছর দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তারা। কিন্তু ওই বছর মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় তাদের কারওই ন্যূনতম পাস নম্বর ৪০ না থাকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে রেজিস্ট্রেশন পাবেন না। ফলে এমবিবিএস নামক 'সোনার হরিণ' ধরতে এসে শিক্ষাজীবনেরই সমাপ্তি ঘটার আশঙ্কায় রয়েছেন তারা।

এমবিবিএস কোর্সে নতুন নিয়ম

জানা গেছে, গত বছর (২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ) থেকে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মানুযায়ী ন্যূনতম পাস নম্বর ছিল ৪০। এর কম পেলে সরকারি-বেসরকারি কোনো মেডিক্যাল কলেজেই কেউ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন না বলে নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়। এ নিয়ম চালু হওয়ায় বেশিরভাগ প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে অর্ধেক আসন শূন্য ছিল। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য লোকসান এড়াতে বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের এমবিবিএসে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করে। সে সময় অনেক শিক্ষার্থী ডাক্তার হওয়ার আশায় ৪০ নম্বরের কম পেয়েও লাখ লাখ টাকা দিয়ে ভর্তি হন বেসরকারি মেডিক্যালে। কিন্তু বর্তমানে তাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ম জেনেও কেন ভর্তি হয়েছিলেন, জানতে চাইলে একাধিক ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী আমাদের সময়কে জানান, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ আদালতের রায় দেখিয়ে তাদের ভর্তি করেছে। কর্তৃপক্ষ বলেছিল, রায় অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের কম হলেও চলবে। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষ জানায়, সরকার আপিল করেছে, তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া অনিশ্চিত। তবে মামলা চলছে, দেখা যাক কী হয়। শিক্ষার্থীরা আরও জানান, তারা আশা করেছিলেন, হয় নিয়ম শিথিল করা হবে, নয় মামলার রায় পক্ষে থাকবে। কিন্তু ভর্তির ৯ মাস পার হলেও দুটির কোনোটিই হয়নি। এমনকি এবারও (২০১৫-১৬ শিক্ষবর্ষ) একই নিয়ম বহাল রেখেছে সরকার। শিক্ষার্থীরা বলেন, রায় তাদের পক্ষে না এলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রেজিস্ট্রেশন না দিলে, অন্য কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হতে পারবেন না। এখানেই তাদের লেখাপড়া শেষ। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টরাই পারেন তাদের শিক্ষাজীবন রক্ষা করতে।

বিষয়টি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের কর্মকর্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবী ২০১৩-১৪ সালের শিক্ষার্থীদের মামলার সঙ্গে সংযুক্তি করেছেন। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। ২০১৩-১৪ সালের শিক্ষার্থীদের পক্ষে রায় হয়েছে। এখন বাকি অংশের রায়ের জন্য অপেক্ষা। তারা বলেন, ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছিল, যারা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়েও টেকেননি তাদের ক্ষেত্রে রায় পক্ষে না এলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আর যারা প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের আবারও পরীক্ষা দেওয়া উচিত। পাস করলে আর ভর্তির টাকা লাগবে না। নিয়ম অনুযায়ী, দুবারের বেশি মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া যায় না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছর দেশের ৫৪টি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে আসন ছিল প্রায় ৫ হাজার। এর মধ্যে দেড় হাজার শিক্ষার্থী এই বিপদে পড়েছেন। কয়েকটি নামিদামি প্রাইভেট মেডিক্যাল ছাড়া বেশিরভাগ মেডিক্যালেই এ ধরনের শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। এ বছর ৫৪টি প্রাইভেট মেডিক্যালে আসন প্রায় ৬ হাজার। সেখানে এখনো ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের "প্রশাসন" শাখার অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

শিক্ষাজীবন সমাপ্তির

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন শাখার পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান জানান, এ দেড় হাজার শিক্ষার্থীর বিষয়ে তিনি অবগত নন। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির আইন শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন তিনি। আইন শাখার কর্মকর্তারা জানান, এ ধরনের কোনো মামলা হয়নি। তবে ২০১৩-১৪ সালের এমবিবিএস এবং বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় মেরিট স্কোর ১২০ না থাকায় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রেখেছিল, তারা মামলার রায় পেয়েছেন। এখন তারা রেজিস্ট্রেশন পাবেন এবং এমবিবিএস ও বিডিএস পড়তে পারবেন।

জানা গেছে, এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ-৮ পাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে একটি জাতীয় মেরিট লিস্ট তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বেশি নম্বরপ্রাপ্তরা সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান। বাকিরা মেধার ভিত্তিতে বেসরকারিতে ভর্তি হন। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের কম পেলে বেসরকারি মেডিক্যালেও পড়ার সুযোগ নেই কারও। ৎ